

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় গাইডলাইন। পর্ব-০১

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে। কোন
রূপ এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একমাত্র কপিরাইট আইটি-বাড়ি কম

বইটি সম্পর্কে-

অনলাইনে নিয়ে অনেকের মাঝেই অনেক আগ্রহ রয়েছে, কিন্তু সঠিক গাইডলাইন না থাকার কারনে সবাই সফল হতে পারে না। অথচ একটু দিক নির্দেশনা দিলেই কিন্তু তরুণরা তাদের পড়াশুনা অথবা যে কেউ তাদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি অনলাইনে কাজ করে আয় করতে পারে। ঠিক এই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে আইটি বাড়ি আপনাদের জন্য তৈরী করেছে অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন ই-বুকা। এই বইটির কপিরাইট একমাত্র it-bari.com এরা বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তৈরী। কোন রূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ।

বইটি আপনাকে একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় সম্পর্কে ধাপে ধাপে যাবতীয় বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রদান করবে। এতে করে আপনি অনলাইনে আয়ের উপর একদম পরিষ্কার ধারণা পাবেন। এটি কিন্তু নতুনদের জন্য। তবে যারা পুরাতন তারাও পড়তে পারেন কারন এতে কাজ নিয়ে কিছু টিপস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা আপনার কাজেও লাগতে পারে। বইটির ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। বইটি সম্পর্কে যে কোন মতামত সব সময় কাম্য।

বোঝার সুবিধার বইটিকে অনেক গুলো অংশে ভাগ করা হয়েছে।

বিশেষ নিবেদন-

<http://it-bari.com>

অনলাইনে আয় গাইডলাইন

প্রারম্ভিক কিছু কথাঃ

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই মহান আল্লাহ্ তায়ালায় রহমতে ভাল আছেন। আমিও তাঁর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ্ অনেক ভাল আছি। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে এখন আমাদের মত স্বল্প আয়ের দেশেও এসেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। তবে এ বিপ্লব কিন্তু এনে দিয়েছে ইন্টারনেট। আর এই ইন্টারনেট এর উন্নয়নের সাথে সাথে দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে দেশের চেহারা। গান শুনার মত একটি ছোট্ট ব্যাপার থেকে চিকিৎসা সেবার মত কাজও এখন অতি সহজেই হয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। কি হয় না ইন্টারনেটে? সব কিছুই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমরা একটু পিছিয়ে থাকলেও কিন্তু খুব দ্রুত গতিতেই ঘটছে এ দেশে ইন্টারনেটের প্রসার। আর এই ইন্টারনেটই এখন হয়ে উঠেছে বর্তমান বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কর্মস্থল। এদের মধ্যে ইন্টারনেটকেই আয়ের একমাত্র উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন অনেকেই। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের দেশের এই ক্ষেত্রে অগ্রগতিটা খুবই দ্রুত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষ অনলাইনে আয়ের দিকে অনেক বেশি পরিমাণে ঝুকে চলছে। এতে কিন্তু রয়েছে এক বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার।

অনলাইনে কি সত্যিই আয় করা সম্ভব ?

এক কথায় যদি উত্তর দিতে হয় তবে বলব, হ্যাঁ অবশ্যই। অনলাইনে আয় নিয়ে অনেক গুঞ্জন এবং অনেক রূপকথাও রয়েছে। হাসছেন?? হাসারই তো কথা, যদিও অনলাইনের ব্যাপারে রূপকথার কথা শুনলে হাসি পায়, তথাপি কথাটা কিন্তু বাস্তব। এই রকম কথা বলার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণটা এখন বলব না। একটু পরে আপনি

নিজেই বুঝতে পারবেন কেন আমি এই কথা বলেছি। যাই হোক অনলাইনে আয় কিন্তু সত্যিই সম্ভব। এটা অবাস্তব কোন কিছু নয়। এখানে আপনার কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নেই। আপনাকে জানতে হবে কাজ। শুধুমাত্র কঠিন ইচ্ছাশক্তি থাকলে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন একজন অনলাইনে আয় এক্সপার্ট। বিস্তারিত ভাবে ধাপে ধাপে জানতে পারবেন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন অনলাইনে আয় কোন স্টার্টআপ রাস্তা নয়, এখানে আয় করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কঠিন শ্রম এবং সাধনা করতে হবে, আর হ্যাঁ অবশ্যই বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে হবে। কোনরূপ অবাস্তব চিন্তা করা যাবে না, যেমন ক্লিক করলেই আয়! এই কথাটির কি কোন ভিত্তি থাকতে পারে? আপনিই বলুন, আপনার যদি একটা সাইট থাকত আর যদি আপনার সাইটে কেউ একবার ভিজিট করে ৩০ সেকেন্ড থাকত তাহলে কি আপনি তাকে টাকা দিতেন? অবশ্যই না। কারন আপনি সাইট খুলেছেন টাকা কামানোর জন্য, টাকা দেয়ার জন্য নয়। তবে হ্যাঁ, গুগল এডসেন্স থেকে কিন্তু আপনি আয় করতে পারবেন, তবে সেটা নিজে ক্লিক করে নয়। বিস্তারিত নিয়ে ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই টিউটোরিয়াল বের করতে পারব আশা করি।

অনলাইনে আয় করতে হলে কি যোগ্যতা থাকতে হবে?

হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অনেক সুন্দর। অনলাইনে আয় করতে গেলে আপনার কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার নেই। আপনাকে কাজ জানতে হবে আর অবশ্যই ইংরেজিতে লিখতে জানতে হবে। এক্ষেত্রে আপনাকে ইংরেজিতে তেমন দক্ষ হতে হবে না, শুধুমাত্র আপনার মনের ভাব প্রকাশ এবং ক্লাইন্ট এর কথা বুঝার যোগ্যতা থাকলেই যথেষ্ট। অনেক ৭-৮ পাশ লোক রয়েছে যারা অনলাইন থেকে আয় করছেন অথচ তাদের একাডেমিক শিক্ষা অনেক কম। একটু চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। এই তো গেল ইংরেজি জানার কথা, এরপর আপনাকে জানতে হবে অনলাইনে আয়ের কি কি উপায় রয়েছে? সেগুলো

সম্পর্কে আগে ভালভাবে জানতে হবে, এরপর আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন আপনি কোন দিকে যাবেন।

কিভাবে আয় করব?

অনলাইনে আয়ের অনেক উপায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ব্লগিং, ফ্রীল্যান্সিং তথা আউটসোর্সিং, এফিলিয়েট মার্কেটিং, ই-মেইল মার্কেটিং, এড পোস্টিং ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য এবং ভাল উপায় হল ফ্রীল্যান্সিং করা। পরে আমরা ফ্রীল্যান্সিং নিয়ে বিস্তারিত আলচনা করব।

কতদিন লাগতে পারে?

এটা একটা কমন প্রশ্ন। অনেকেই বলতে গেলে প্রায় সবাইই এই প্রশ্নটি করে থাকে যে কত দিন লাগবে অনলাইন থেকে আয় করতে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, এটা আপনার উপর নির্ভর করে। তো চলুন ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করা যাক, একদম নতুন অবস্থায় আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে আপনি কি কাজ করবেন। কাজের সিলেকশান কিন্তু খুব বড় একটি ব্যাপার। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, আমি কি কাজ করতে পারব। আমার কাজ করার জন্য কতটুকু সময় রয়েছে, তাছাড়া কাজের জন্য আপনার পারিপাশ্বিক অবস্থাটাও বিবেচনার যোগ্য। এই সকল দিক বিচার করে আগে ঠিক করুন আপনি কি কাজ করবেন। কি কি ধরনের কাজ পাওয়া যায় এবং কোনটাতে কত সময় লাগে তা আন্তে আন্তে জানতে পারবেন। এখন কি কাজ শিখবেন তা যদি ঠিক করতে পারেন তাহলে এবার কাজ শিখতে নেমে পড়ুন। কাজ শেখার জন্য আপনাকে সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে এগুতে হবে। আপনাকে আগে বিবেচনা করতে হবে যে, আপনি এখন নতুন, অনেক কিছুই জানেন না। তাই আগেই হুট করে ৫-১০ হাজার টাকা খরচ করে কোন কোর্স এ ভর্তি হয়ে যাবেন না।

এতে করে পরবর্তীতে অনেক সমস্যা হতে পারে। প্রয়োজনে অনলাইন থেকে আয় করতেছে এমন কারও হেল্প নিন। যদি এমন না থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন। আপনাদের যে কোন সমস্যা এবং দিক নির্দেশনা দিতে আইটি বাড়ি সব সময় প্রস্তুত। আমাদের ওয়েবসাইট এ যান অথবা আমাদের ফেসবুক পেইজ লাইক করে আমাদের মেসেজ পাঠান।

ওয়েবসাইট- www.it-bari.com

ফেসবুক- www.facebook.com/itbari

এইভাবে কাজ শিখতে আপনার ১৫ দিন থেকে ১ মাস সময় ও লাগতে পারে। এখানে আপনি যে কাজটি বেশি পছন্দ করবেন সেটা শিখতে পারেন। এটা আপনার দক্ষতা এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে এখানে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব, শুরুতে বড় ধরনের কোন কাজ শিখবেন না, এতে করে কাজের নমুনা দেখে হতাশ হয়ে যেতে পারেন। প্রথমে সহজ কোন কাজ যেমন, ডাটা এন্ট্রি, এসইও ইত্যাদি শিখুন। তারপর কাজ শেখা হয়ে গেলে এবার কাজে হাত দেয়ার সময় এসে যাবে। এইখানেই যত ঝামেলা, সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকলে আপনি হয়ত মাসের পর মাস চেষ্টা করে যাবেন কিন্তু কাজ আর পাবেন না। এইক্ষেত্রে সফল কারো পরামর্শ নেয়াই শ্রেয়। এইভাবে আপনাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। তবে সঠিকভাবে এগুলো ১৫-২০ দিনেই আপনি কাজ পেয়ে যেতে পারেন। কাজ পাওয়ার টিপসগুলো ধাপে ধাপে পাবেন।

কি ? খালি বলেই যাচ্ছি ধাপে ধাপে পাবেন। কিন্তু পাচ্ছেন না, বিরক্ত হয়েন না, এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, তাই যদি এখন দুই এক লাইনে বলে দিই তাহলে বুঝতেই পারবেন না। তাই পরে বলা হবে।

কি ভাবছেন, কাজ শিখবেন??

ইঁটা উপরে মোটামুটি অনলাইনে আয় নিয়ে কিছু বেসিক আলোচনা করা হয়েছে। এখন আপনি ভাবতেই পারেন কাজ শিখবেন। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সতর্ক হতে হবে। কাজ শেখার আগে আপনাকে অনেক কিছু বিবেচনায় আনতে হবে, যেমন, কি কাজ শিখবেন, কোথা থেকে শিখবেন, কিভাবে শিখবেন, আপনি পারবেন কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

কি কাজ শিখবেন?

অনলাইনে আয় করতে হলে কাজ আপনাকে শিখতে হবেই। কাজ না শিখে আপনি আয় করতে পারবেন না। যদিও কিছু অল্প সাইট আছে যারা কাজ দেয় কিন্তু সেগুলো পারমানেন্ট কোন সমাধান নয়, বরং ঐ সকল সাইটে কাজ করতে গিয়ে কিছুদিন পর আপনি বিরক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনি ঐ সাইট ত্যাগ করবেন কিন্তু ডলার তুলতে পারবেন না। কারন ওদের মিনিমাম ১০ ডলার এর মত ক্যাশআউট লিমিট থাকে, কাজেই দশ ডলার হওয়ার আগেই আপনি ঐ সাইট ত্যাগ করবেন ফলে আপনার সময় বৃথাই নষ্ট হবে। তাহলে এবার চলুন আসল আলোচনায়। কি কাজ শিখবেন তা ঠিক করতে গেলে আপনাকে আগে ভাবতে হবে যে, আপনি ঠিক কি কাজ শিখতে চান। আপনার জন্য কোন কাজটা শেখা ভাল এবং আপনি কোন দিকে বেশি ইন্টারেস্টেড। তবে এক্ষেত্রে কিছু টিপস ফলো করা ভাল। সেগুলো জানার আগে চলুন আমরা জেনে নেই অনলাইনে আয়ের জন্য কি কি কাজ রয়েছে।

কি কি কাজ রয়েছে?

অনলাইনে আয় করার জন্য রয়েছে নানা উপায়া তার মধ্যে সেরা উপায় হল ফ্রীল্যান্সিং করা। তবে ফ্রীল্যান্সিং কিন্তু কোন কাজের নাম নয়। এটা কাজের একটা সিস্টেম বা কাজ করার একটা পদ্ধতি। সহজ কথায় বলতে গেলে, ফ্রীল্যান্সিং হল স্বাধীন কাজের

পেশা। এখানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কাজ দাতা এবং কাজ গ্রহীতা থাকে। কাজ দাতারা কাজ দেয় এবং কাজ গ্রহীতারা কাজ নিয়ে কাজ করে। কাজ শেষ হলে ঐ কাজ দাতা টাকা পরিশোধ করে দেয়। এভাবেই চলে ফ্রীল্যান্সিং প্রসেস। আর এই কাজ দাতাদের পাওয়া যায় বিভিন্ন ফ্রীল্যান্সিং সাইট যেমনঃ ওডেস্ক, ফ্রীল্যান্সার, ইল্যান্স ইত্যাদি ওয়েবসাইটে। এই সকল সাইটে কাজ করতে হলে আপনাদের কাজ গ্রহীতা হিসেবে অর্থাৎ একজন ওয়ার্কার হিসেবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তারপর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কাজের জন্য আবেদন করতে হবে। এখানে রয়েছে নানা ধরনের কাজ। তো চলুন দেখে নেই কি কি ক্যাটাগরির কাজ রয়েছে এই ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটে।

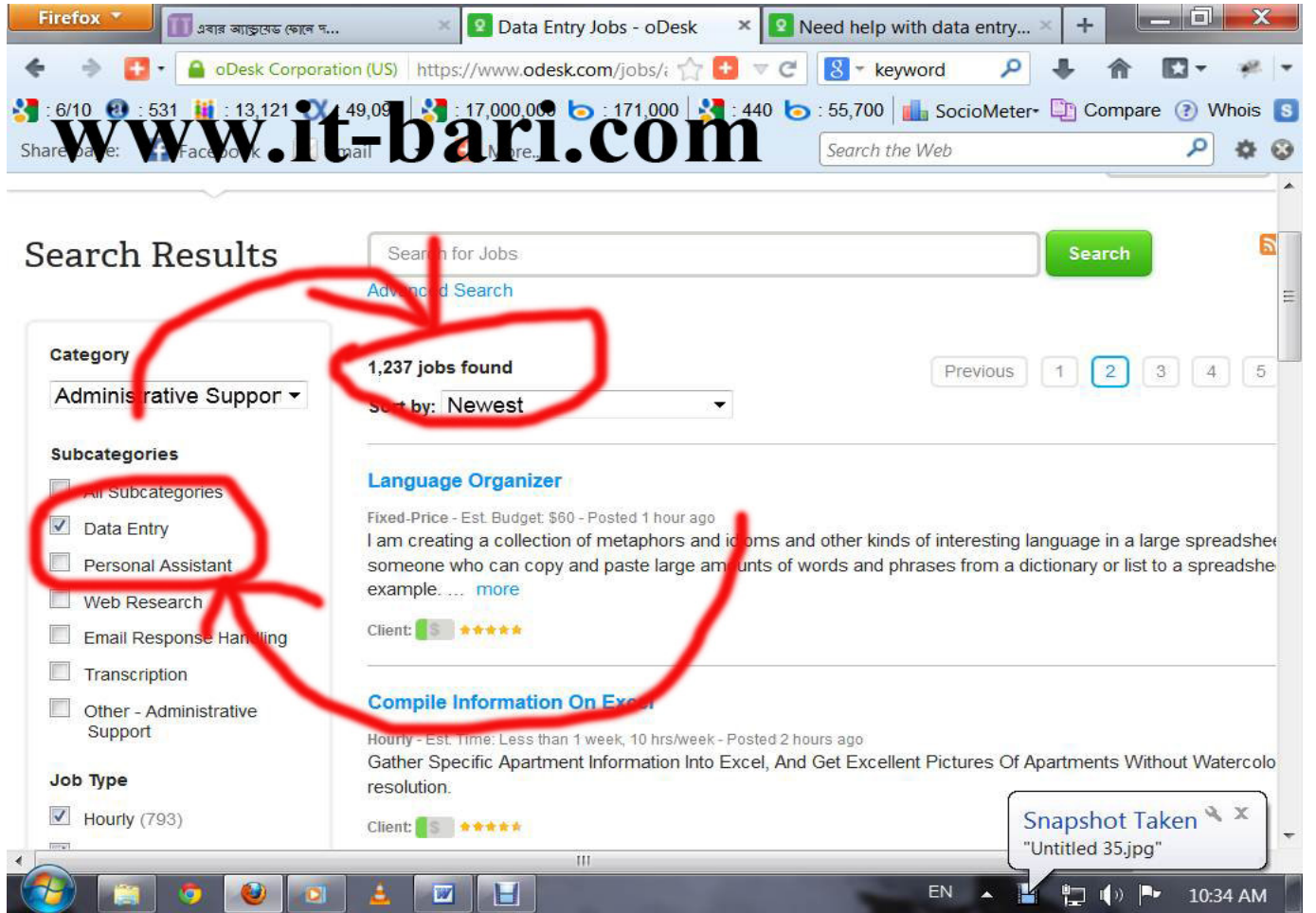
- . ডাটা এন্ট্রি (যেমনঃ আটিকেল রাইটিং, ভাষা অনুবাদ ইত্যাদি)
- . এসইও (প্রচুর কাজ রয়েছে এসইও এর)
- . ওয়েব ডেভলপমেন্ট (অনেক কাজ পাওয়া যায় তবে কাজ একটু জটিল)
- . মার্কেটিং (এফিলিয়েট, ই-মেইল মার্কেটিং ইত্যাদি)
- . ডিজাইন (গ্রাফিক্স ডিজাইন, লোগো ডিজাইন ইত্যাদি)
- . এডিটিং (ভিডিও এডিট, এনিমেশন, ৩ডি, ২ডি ইত্যাদি)
- . এড পোস্টিং (ফ্রেগলিস্ট সহ বিভিন্ন সাইটে বিজ্ঞাপনের কাজ)

উপরে মূলত ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের মেজর বা প্রধান অংশ সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও টুকটাকি অনেক কাজ থাকে ফ্রীল্যান্স মার্কেটে।

- . ডাটা এন্ট্রিঃ উপরে আলোচিত কাজ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সোজা হল ডাটা এন্ট্রি এর কাজ। নতুন অবস্থায় আপনি এটি করতে পারেন কিন্তু এতে রয়েছে অনেক সমস্যা। যেমনঃ এটার কাজ সহজ বিধায় আপনার আর আমার মত যারা সহজেই আয় করতে চায় তারা সবাই ডাটা এন্ট্রি করতে যায়। ফলে দেখা গেছে এই সেক্টরে কম্পিটিশান অনেক অনেক হাই। ফলে নতুনদের জন্য কাজ পাওয়া অনেক

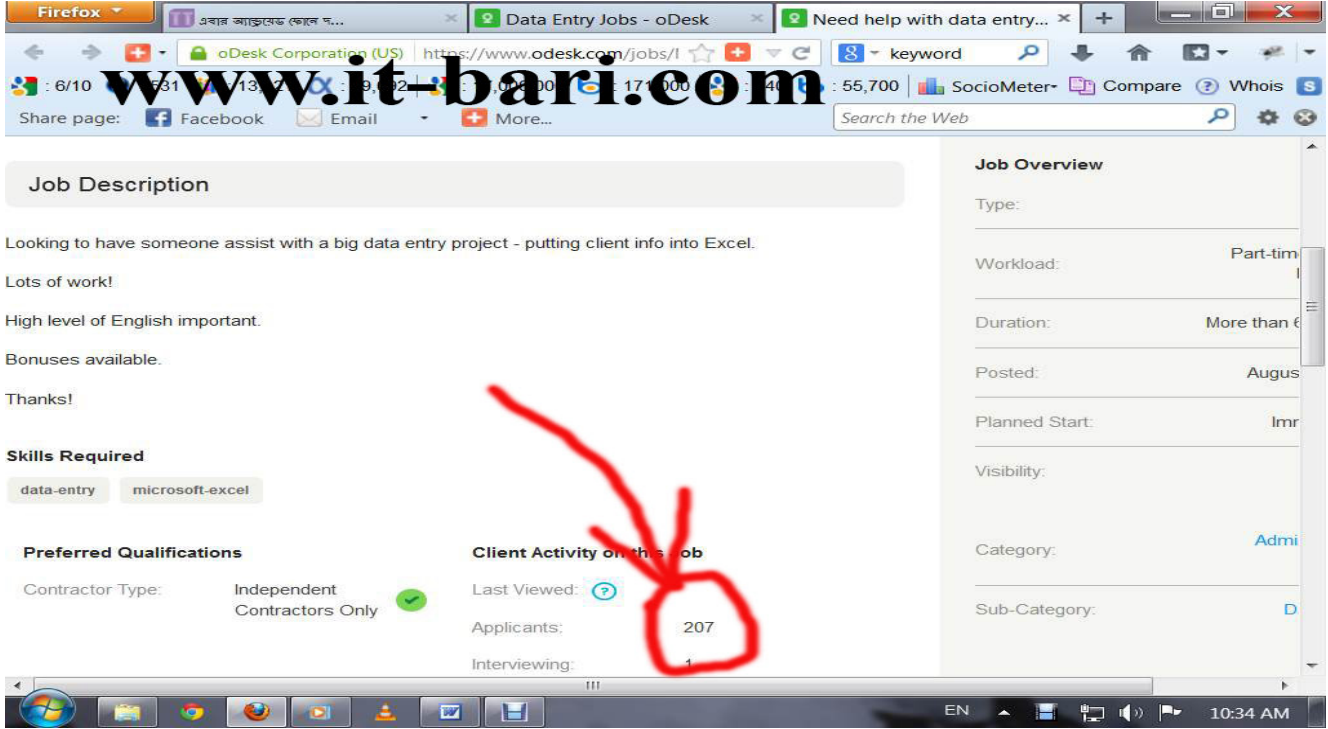
কঠিন হয়ে দাড়ায়। আবার এই সেক্টরে পুরাতনরা তো আছেনই। কাজেই নতুন অবস্থায় আপনার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১৫%। ফলে নতুন অবস্থায় এই খাতে হাত না দেয়াই ভাল।

দেখে নিন বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সেক্টরে কি পরিমাণ কাজ আছেঃ



বেশ ভাল কাজ আছে নিচে দেখুন

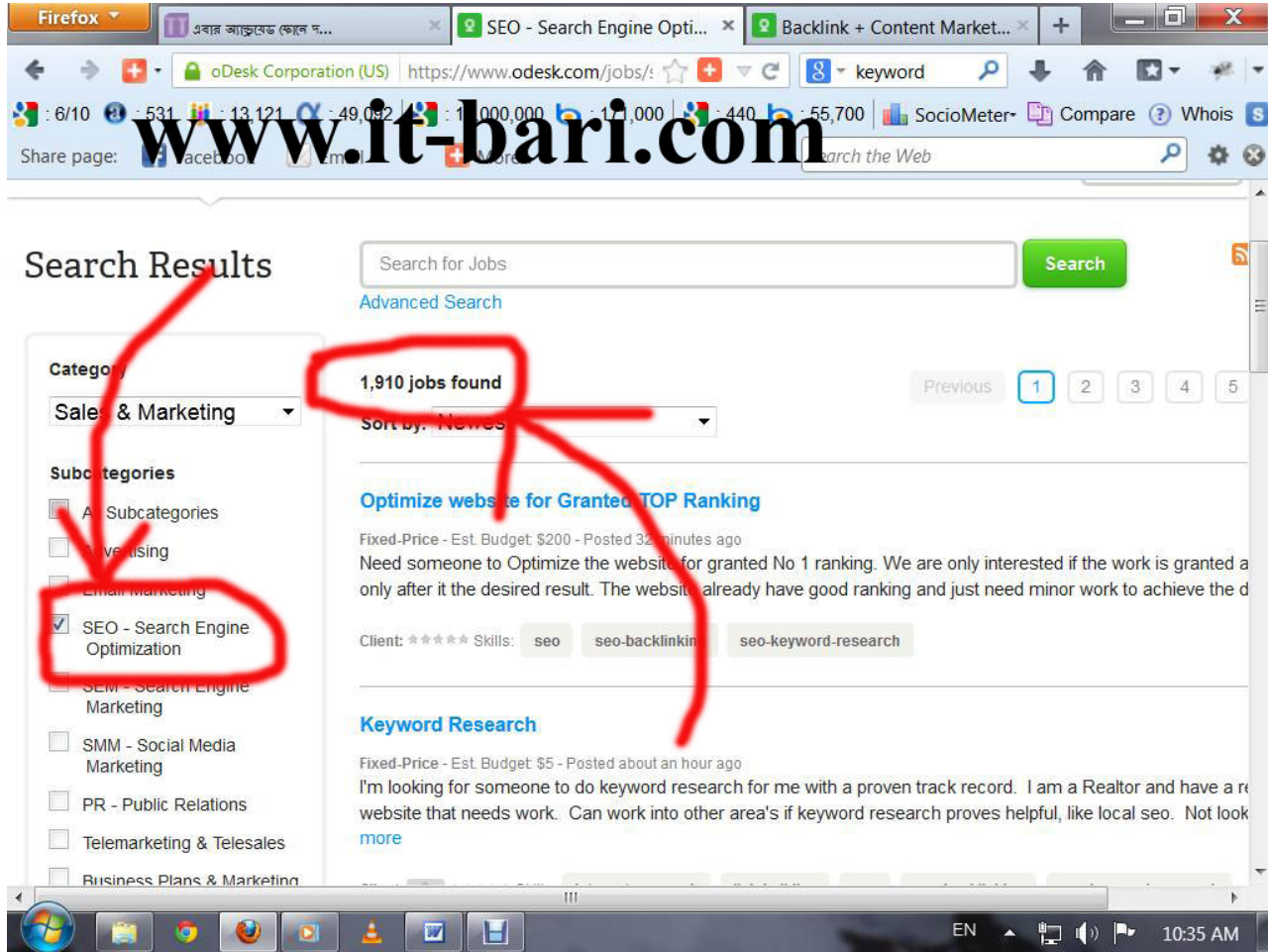
এবার দেখে একটি কাজে কত জন কাজটি করার জন্য আবেদন করেছেঃ



কাজে এখন নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে, নতুন অবস্থায় এই ২০৭ জনকে পেছনে ফেলে কাজ পাওয়া এত সহজ হবে না।

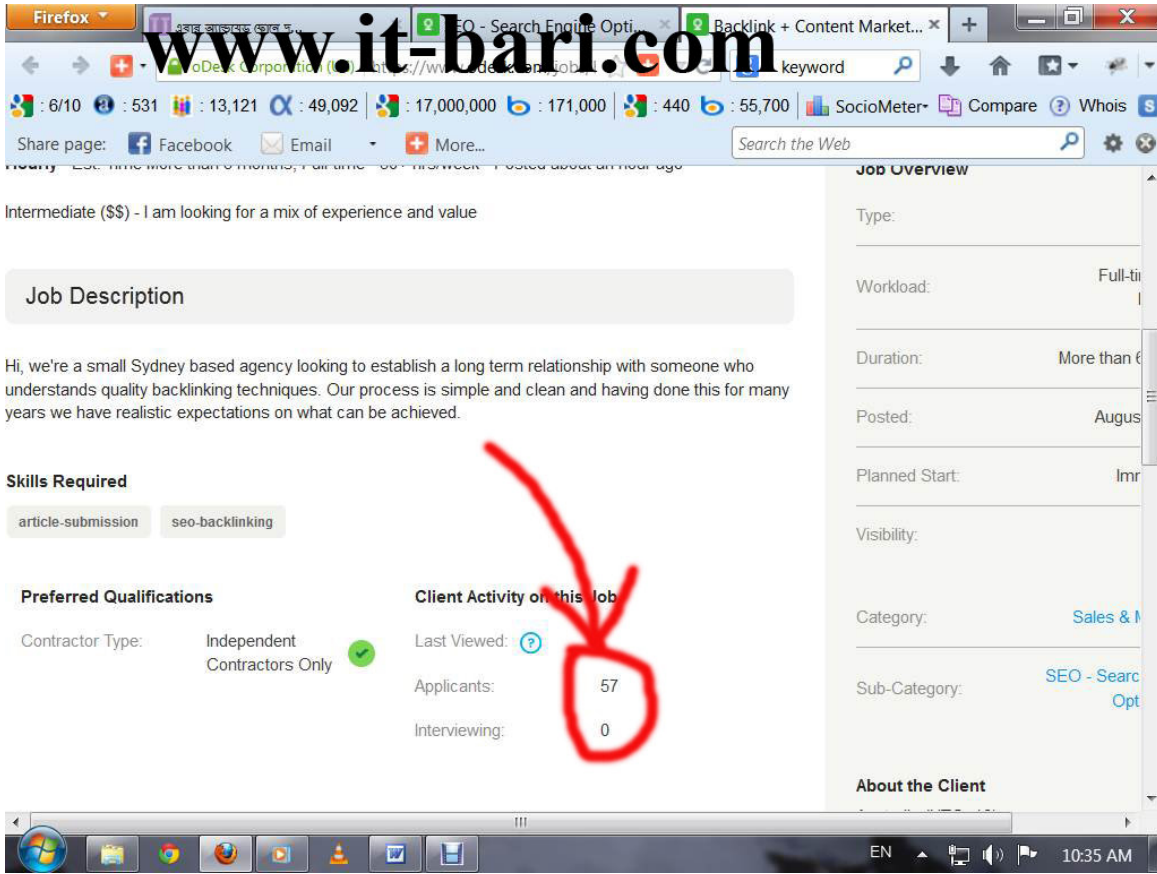
এসইও ঃ ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের এক অতি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এসইও। এর প্রায় ১০-১২ হাজার কাজ(ওডেস্ক+ফ্রীল্যান্সার+ইল্যান্স) সবসময়ই থাকে। আর এসইও এর সবচেয়ে বড় যেই প্লাস পয়েন্ট সেটা হল- এর কাজ গুলো অনেকটা সোজা এবং মানসম্মত। মানে এর কাজ শিখতে আপনার ১৫-২০ দিন সময় লাগতে পারে অপর দিকে আপনি সহজেই একটু ট্রিক খাটিয়ে কাজ পেয়ে যেতে পারেন। এখানে নতুনদের উপযোগী অনেক কাজ রয়েছে। নিজে একবার ফ্রীল্যান্সিং সাইটসমূহ ভিজিট করলেই দেখতে পারবেন।

এবার দেখে নেই এসইও তে কি পরিমান কাজ আছে বর্তমানে (শুধু odesk.com এ)ঃ



১৯১০ টি কাজ মাত্র একটি সাইটে মনে হয় খারাপ না। নতুনদের জন্য যথেষ্ট।

এবার চলুন দেখে নেই সাধারণত কত জন আবেদন করে একটি কাজ এর জন্য ঃ
(এটা কিন্তু গড় হিসাব, কম বেশিও হতে পারে)



৫৭ জন আবেদন করেছেন কাজে নতুনরা বিশেষ ট্রিক খাটিয়ে কাজ পেয়ে যেতে পারেন

ওয়েব ডেভেলপমেন্টঃ অনলাইনের আরেকটি বিশাল দুনিয়া জুড়ে রয়েছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। ওয়েবসাইট ডিজাইন, পিএসডি টু এইচটিএমএল, এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভা, পিএইচপি, স্লাইডার ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ রয়েছে এই সেক্টরে। নতুনরা চাইলে এই কাজ শিখতে পারেন। কিন্তু অনেকেই শুরুতে বুঝতে পারবেন না। কারন এসইও এর তুলনায় এই কাজগুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন। তবে একটু চেষ্টা করলে অসম্ভব নয়।

. মার্কেটিংঃ নতুনদের জন্য আমি এটা এডভাইস করি না। কারন আপনি নিজে নিজে এই খাতে কখনোই ভাল করতে পারবেন না আপনার সাথে যদি কারো পরিচয় না থাকে যিনি মার্কেটিং এর করেন। আর যদি কারও সাথে ভাল সম্পর্ক থাকে তাহলে তার হেল্প নিয়ে শুরু করতে পারেন। আবার অনেক কোম্পানি কাজ শেখায় তাদের কাছ থেকে কাজ শিখে নিতে পারেন। তবে তারা এক্ষত্রে ১৫-২০ হাজার টাকা নিতে পারে কাজ শেখাতে। আমার মতে নতুন অবস্থায় এত টাকা দিয়ে কাজ না শেখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

. ডিজাইন ঃ অনলাইনে তথা ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে বিভিন্ন ডিজাইন যেমন- লোগো ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, বিজনেস কার্ড ডিজাইন, পিএসডি ডিজাইন তৈরি ইত্যাদি এর অনেক কাজ পাওয়া যায়। তবে আপনার যদি বিশেষ ক্রিয়েটিভিটি না থাকে তবে এই খাতে কাজ না করাই উত্তম। কারন আকাআকি করার ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু অনেকটা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস। তবে কঠোর সাধনা করলে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। আপনিও হয়ে উঠতে পারেন অন্যতম সেরা ডিজাইনার। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের কাজ যেমনঃ এড পোস্টিং এর কাজ। তবে এই সব কাজে চেনা কারো সহায়তা থাকলে অনেক ভাল হয়।

তাহলে এবার তো কাজ সম্পর্কে আইডিয়া পেলেন। কি সিদ্ধান্ত নিলেন? কি কাজ শিখবেন??

এবার কাজ শেখার ব্যাপারে আমার কিছু পরামর্শঃ

নতুনদের জন্য আমি আপনাদের এসইও দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দিতে চাই। কারন এটি সোজা এবং অনলাইনের উপর খুব অল্প জ্ঞান নিয়ে যে কেউ এসইও এর কাজ করে আয় করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, অনপেজ অপটিমাইজেশন, ব্যাকলিঙ্ক, বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সহ আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ। এই কাজ গুলো আপনারা সহজেই রপ্ত করতে পারেন এবং আয় করতে পারেন। নতুনরা কাজও পাবেন তাড়াতাড়ি। আর সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটি রয়েছে এই সেক্টরে, এখানে পার্সোনাল হেল্প সংক্রান্ত অনেক কাজ থাকে যা আপনি অল্প জ্ঞান নিয়েও করতে পারবেন। মনে রাখবেন, এসইও হচ্ছে গুগল নিয়ে কাজ, আর তাই গুগল কে বাদ দিয়ে আপনি অন্য যে সেক্টরেই কাজ করেন না কেন একটু আধটু সমস্যা হতেই পারে। কাজেই আমি সব সময় আপনাদের উপদেশ দিতে চাই, এসইও শেখার। এটি আপনি চাইলে বিভিন্ন ব্লগ পড়েই শিখতে ফেলতে পারবেন। অথবা এসইও শেখার জন্য আমাদের সাইটে দেখতে পারেন। আমাদের সাইট- <http://it-bari.com>

এবার সিদ্ধান্ত আপনার। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন, আপনি কি সত্যিই পারবেন কাজ করতে? যদি পারেন, তাহলে জিজ্ঞেস করুন আপনি ঠিক কি শিখতে পারবেন। কোন কাজটি আপনার জন্য শ্রেয় হবে। এরপর কাজ শিখুন। ধীরে ধীরে একটু একটু করে আগান। ধৈর্য হারাবেন না। দেখবেন সফলতা পাবেন ইনশা-আল্লাহ।

কোথায় পাব কাজ??

দেখেছেন কি বোকা আমি, কাজ সম্পর্কে ধারণা দিলাম অথচ বলাই হয় নি, কোথায় পাবেন এই কাজ?? হ্যাঁ, ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটে পাবেন কাজ। মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই মার্কেট আবার কোথায়?? না ভাই এই মার্কেট আপনার ঘরেই আছে। শুধু কম্পিউটার এ ইন্টারনেটে গিয়ে নিচের ওয়েবসাইটে যান, তাহলেই পাবেন। আসলে এগুলো হল বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেখানে আপনি কাজ পাবেন। আপনাকে কাজ দেয়ার জন্য অনেক ক্লাইন্ট আছেন সেখানে আর কাজ করার জন্যও অনেক ওয়ার্কার আছেন সেখানে।

নিচে কিছু বিশ্ব সেরা ফ্রীল্যান্সিং সাইটের লিস্ট দেয়া হল-

<http://odesk.com>

<http://freelancer.com>

<http://elance.com>

উপরের সাইট গুলোতে গিয়ে **browse work** এ গেলেই দেখতে পারবেন কি কি কাজ আছে। পুরো ফ্রীল্যান্সিং প্রসেসটা কিভাবে ঘটে তা নিয়ে ইনশা-আল্লাহ্ আমাদের পরবর্তী ই-বুক এ আলোচনা করা হবে।

অনলাইনে আয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ, আপনি আছেন কোথায়??

আমি তো একদমই নতুন?

তাতে কি হয়েছে ? চেষ্টা করলে কিছুই অসম্ভব নয় এখনও কিছুই হয়
নি আগামী দুই বছরে নেট ইউজার সংখ্যা হবে প্রায় ৪ গুন, তথ্য সূত্র-
বাংলাদেশ প্রতিদিন কাজেই এখনও রয়েছে কাজের বিশাল সুযোগ
এখনই প্লাগ ইন হোন আমাদের দুনিয়ায়
সমৃদ্ধ দেশ গড়ুন, নিজেকে পাল্টান

আপনি কি অনলাইনে আয় করতে

আগ্রহী?

“বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং কোথা
থেকে শুরু করবেন?”

তাহলে নিচের আটকিলেটি পড়ুন। এটি আপনার জন্যই!

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজা ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine**

Optimization এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেষ্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ডিভিডি এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।

প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

www.it-bari.com

www.facebook.com/itbari

! "# \$ %

& ' "

www.facebook.com/groups/itbari

(() *

(!

+ ; / 0 11

www.youtube.com/itbari

www.purepdfbook.com

=>

2

3

!

& 4 5 6 7 8 9 &

!

*

(:

;

পিডিএফ বইটি যদি আপনাদের ভাল লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই মন্তব্য করুন আমাদের সাইটো অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যোগ দিয়ে অনলাইনে আয়ের বিষয়ে সঠিক তথ্য পান।

ফেসবুক গ্রুপ- <http://facebook.com/groups/itbari>

ফেসবুক পেইজ- <http://facebook.com/itbari>

ওয়েবসাইট- <http://it-bari.com>

এর পরের পিডিএফ বইতে অনলাইনে আয় নিয়ে গুঞ্জন, রূপকথা, ফ্রীল্যান্সিং এর পুরো প্রসেস কিভাবে কাজ করে, কোথায় কাজ পাবেন, কিভাবে কাজ করবেন, তা নিয়ে ইনশা-আল্লাহ আলোচনা করা হবে। তার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মত এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

----- আল্লাহ্ হাফিজ -----